The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

আধুনিক ভারতীয় স্কুল-শিক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান চেতনার প্রাসঙ্গিকতা

Anik Das
Former Student. M.A in Education, Netaji Subhas Open University
West Bengal, India. Email Id – mid.dasanik09@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400067

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের অন্যতম কাণ্ডারি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূলে রয়েছে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞান ও বেদান্ত দর্শন। তাঁর শিক্ষাদর্শন প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বেরওপরপ্রতিষ্ঠিত হলেও তাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চেতনার সমন্বয় রয়েছে। স্বামীজীর মতে মানুষের মধ্যেই জ্ঞানসুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এটা সহজাত।এই অন্তর্নিহিত জ্ঞান এর বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। এই গবেষণাপত্রে তাঁর শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন দিকগুলি যেমন আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা, বিজ্ঞান ও বেদান্তের একত্রীকরণ ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার সাথে তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য, প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম ও সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া এই প্রবন্ধে আধুনিক ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষানীতি বা জাতীয় শিক্ষানীতি—২০২০ অনুসারে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ও তার মূল বৈশিষ্ট্য গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজী যেMan-making education-এর কথা বলেছেন তাতেতিনি পুঁথিগত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠেব্যক্তি সত্তার বিকাশ ও আত্মোপলব্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। NEP-2020 এর মাধ্যমে ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষায় পরিবর্তন তাঁর মানুষ গড়ার শিক্ষার পথকেই আরও বেশি মাত্রায় প্রশস্ত করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আত্মশক্তিতে নতুন দিশা দেখাতে সাহায্য করেছে। তাই বলা বাহুল্য তাঁর শিক্ষাদর্শন বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

Keywords:স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষাদর্শন, আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা, বেদান্ত দর্শন, মানবতাবাদ, NEP-2020, WBSEP-2023।

ভূমিকা:

ঊনবিংশ শতক বাংলা তথা ভারতের কাছে ছিল স্বর্ণযুগ। এই সময় যে সকল যুগপুরুষ বাঙালি ও ভারতবাসীর জীবনধারাকে বিভিন্ন দিক থেকে সঞ্জীবিত করে তোলার জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। সন্ন্যাস জীবনে

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

প্রবেশের আগে স্বামী বিবেকানন্দের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি তিনি উত্তর কলকাতায় সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন বিখ্যাত আইনজীবী । স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীর আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর জ্ঞান ছিল যা ছোটবেলা থেকে নরেন্দ্রনাথের চরিত্র গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

বাল্যকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট মেধাবী ও নির্ভীক, গানবাজনা খেলাধুলা, পড়াশোনা সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তিনি ছিলেন প্রবল কৌতূহলী, সবকিছুতে ছিল তাঁর গভীর জিজ্ঞাসা। সত্যের সন্ধানে সর্বদা তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি জানতে চেয়েছিলেন ঈশ্বর আদৌও দৃষ্টিগ্রাহ্য কিনা। এই প্রবল আধ্যাত্মিক ক্ষুধা একসময় তাঁকে তাঁর গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের সমীপে নিয়ে আসে। যিনি নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে মর্যাদা দেন যার ফলে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটে। গুরুদেবের মৃত্যুর পর তিনি পার্থিব জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং নরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছিলেন এবং দারিদ্র্তা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর জনমানসে আত্মবোধ জাগাতে চেয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি আধ্যাত্মিকতাবাদকে বেছে নিয়েছিলেন।তিনিমনে করতেন ভারতবাসীরনৈতিক মানের উন্নতি করা একমাত্র সম্ভব তাদের মনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার মূল ভিত্তি হল বেদান্ত দর্শন। স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—"If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative." বর্তমান কালে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ও আত্মহনন এর ঘটনা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান দিনে স্কুল শিক্ষার পাঠ্যক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চেতনা ও দর্শন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, এর মাধ্যমেই এই সমস্যাগুলির সমাধান ঘটতে পারে। তিনি বেদান্ত দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন এবং এই মতাদর্শে ভারতবাসীকে এগিয়ে যেতে আহ্বান দেন। আমাদের চিরাচরিত স্কুল শিক্ষার গণ্ডি ভেঙে বর্তমানে যে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনাNEP-2020ভারত সরকার দ্বারা চালু হয়েছে তাতে স্কুল শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দ যেMan making education-এর কথা বলেছিলেন তার যথার্থ প্রতিচ্ছবি এই নতুন স্কুল-শিক্ষা-পরিকল্পনায় দেখা দেয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বিগত কয়েক দশক ধরে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন এর ওপর গবেষণা করা হয়েছে। এরই সাথে বেদান্ত দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কতোখানি তার ওপরও নানা গবেষণা হয়েছে।

- Seedani (2025) এর গবেষণায় স্বামী বিবেকানন্দর আধ্যাত্মিক চেতনায়বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। এই গবেষণাপত্রের মধ্য দিয়ে জানা যায় স্বামীজী আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় সাধনের ওপর জোর দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে।
- Kumar (2024)এর গবেষণা পত্রের মাধ্যমে জানা যায় স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন জাতির উন্নয়নের প্রধান ও মূল চাবিকাঠি সঠিক শিক্ষা গ্রহণ।
- Kumar and Sarkar (2019)তাঁদের গবেষণা পত্রে মূলত স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চেতনা ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার কথা বলেছেন।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

- Bharadwaj and Pradeep (2023)তাঁদের গবেষণা পত্রেস্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন ও ভবিষ্যৎ প্রাসঙ্গিকতার কথা বলেছেন। এখানে তাঁরা ভারত সরকার দ্বারা নির্ধারিত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এর কথা তুলে ধরেছেন।

এই সকল গবেষণাপত্রে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন দিক ও ভবিষ্যৎ প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হলেও কেবলমাত্র ভারতীয় আধুনিক বিদ্যালয় শিক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন কতটা ফলপ্রসূ হবে এবং এক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে সেই দিকটির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। সেকারনেই এই গবেষণা কার্যে মূলত ভারতীয় স্কুল শিক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন কতটা প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী তা দেখানো হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

1. স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার ধারনা গুলির বিশ্লেষণ করা।
2. স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা।
3. বিজ্ঞান ও বেদান্ত দর্শনের সেতুবন্ধন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা।
4. তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা।
5. বর্তমান ভারতীয় স্কুল শিক্ষায় তাঁর শিক্ষাদর্শনের প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণার কাজে প্রধানত গুণগত (Qualitative) পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতিকেও অনুসরণ করা হয়েছে যা মূলত ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গবেষণার পত্রটি মূলত দার্শনিক চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এই পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও বিজ্ঞান চেতনার বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনার করার জন্য তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তক, বক্তৃতা ও বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলন এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ, বই ও দার্শনিক আলোচনাকে তথ্য সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে। বিশেষভাবে 'Complete works of Swami Vivekananda' এবং 'শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন' (Theories & Philosophies of Education) পুস্তকদুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সকল উৎসের ওপর ভিত্তি করে স্বামী বিবেকানন্দের যুক্তিবাদী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দর্শন, মানবতাবাদী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তার সাথে আধুনিক ভারতীয় স্কুল শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন:

ক) শিক্ষার অর্থ, লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক তাৎপর্য:

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন—**"Education is the manifestation of perfection already in man."**তাঁর মতে জ্ঞান হল অন্তর্নিহিত বিষয়। জ্ঞান বাইরে থেকে আসেনা। মানুষের মননেই সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির জ্ঞান সঞ্চিত

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

থাকে।আমরা যখন সকল আবরণকেমন থেকে সরিয়ে নিতে পারবো তখনই জ্ঞানের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। শিক্ষা হলো ব্যক্তি সত্তারপ্রকাশ। যার জন্য বাইরের কোনো প্রচেষ্টা দরকার নেই, স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রক্রিয়া ঘটবে।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের সময় স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান চেতনা ও সমাজচেতনার মধ্যে সমন্বয় করেছেন। সেকারনে তিনিMan making education-এর কথা বলেছেন। শিক্ষাকে তিনি কেবল তথ্য সংগ্রহের ভাণ্ডার হিসেবে দেখেননি, বরং শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য বলতে তিনি অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে প্রকৃত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও যথার্থ সামাজিক পথঅনুসরণ করাকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"The end of all education, all training should be man-making. The end and aim of all training is to make the man grow."

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের জটিল তত্ত্বের মেলবন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এর মধ্যে উপস্থিত বৈজ্ঞানিক উপাদানগুলির সংযোজনকে বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়, যা আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। শিক্ষার অর্থ বলতে গিয়ে তিনি যে শব্দযুগল ব্যবহার করেছেন তা হল—**মহত্ত্ব (Perfection)**এবং**প্রকাশ (Manifestation)**। এই অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব যথাযথ পরিবেশেপ্রকাশলাভ না করলে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রকাশ লাভের প্রকৃত স্থান হলো মনুষ্য সমাজ। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিসত্তার সঠিক চরিত্রায়ন সম্ভব নয়। তাঁর শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ) নারী শিক্ষা, গণশিক্ষা ও প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম:

এক ডানার ওপর নির্ভর করে যেমন পাখি আকাশে উড়তে পারে না, ঠিক তেমনই— কেবল পুরুষরা শিক্ষিত হলে সমাজের সার্থক অগ্রগতি হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে শিক্ষিত হতে হবে, তবেই সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ লাভ সম্ভব। উভয়কেই সমাজ গঠনের কারিগর হতে হবে।

নারীদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ওপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই তাদের মতামত ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নারী শিক্ষার প্রসার এর কথা বলেছেন।

তিনি মনে করতেন শিক্ষিত মায়ের আদর্শে বাল্যকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব ও সঠিক চরিত্র গঠন সম্ভব যার ফলে পরবর্তীতে সুনাগরিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

তিনি মেয়েদের জন্য মহিলা স্কুল সহ সন্ন্যাসিনী আশ্রমের প্রস্তাব করেন। তিনি মেয়েদের জন্য পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব করেন যার মধ্যে— ধর্ম, ইতিহাস, মাতৃভাষা, সাহিত্য, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, গৃহস্থ্যবিজ্ঞান, পশুপালন, সেলাই, রান্না এবং মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে পাঠ ছিল।

তিনি ভারতবাসীর দুর্দশার কথা ভাবতেন, এবং সেজন্য তিনি ভারতবাসীর জন্য সর্বজনীন গণশিক্ষার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। এই সর্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে পাঠ্যক্রমের কথা তিনি বলেছেন তাতে তিনি জনগণের আধ্যাত্মিক

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া ও মাতৃভাষার চর্চার কথা বলেছেন।

তিনি মনে করতেন ভারতীয় চিন্তাধারার মূলে রয়েছে বেদান্ত দর্শন, এই ভাব ধারাকে তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের মধ্যেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া সঠিক কর্মপথ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠ্যক্রম গড়ার কথাও বলেছেন। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞানের মাধ্যমেই কর্মক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব, তাই তিনি বিজ্ঞান পাঠের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল পাঠকেও তার পাঠ্যক্রমে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয়ে ভারতীয়দের কর্মদক্ষ করে তুলতে চেয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি:

ক) যুক্তিবাদী আধ্যাত্মিকতা এবং বিজ্ঞানের সাথে বেদান্তের সেতুবন্ধন:

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন অনিয়ন্ত্রিত মন ও দুর্বল চিত্ত ব্যক্তির জীবনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত মন ও সবল চিত্তের ব্যক্তিরা সমস্ত নেতিবাচক চিন্তাভাবনা মোচন করতে পারে। নেতিবাচক চিন্তাগুলিই জীবনের অন্ধকার দিক। তিনি আত্ম-সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর জোর দিতে বলেন যা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার উৎকৃষ্ট তম উপায় বলে তিনি মনে করেন। আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও মনের দৃঢ়তাই আমাদেরকে সবরকম দ্বন্দ্ব, কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে পারে। তিনি মন ও আত্মার নিয়ন্ত্রণ এর অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে যুক্তিবাদী আধ্যাত্মিকতার যথেষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায়। তিনি অন্ধবিশ্বাসের বদলে প্রশ্ন করার জন্য মনুষ্য সমাজকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করার কথা বলেন।

তাঁর মতাদর্শ, চিন্তা ও চেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও বেদান্তের একত্রীকরণ ঘটেছিল। তিনি তাঁর বৈদান্তিক চিন্তাধারাগুলি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যাতে আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের ঘটনাগুলি দৃঢ়ভাবে সমন্বিত। সকল রূপের পেছনে এক সত্য বাস্তব এবং পদার্থ ও শক্তি যে পরস্পর সম্পর্কিত তা তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুরণিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তৎকালীন ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণায় নানাভাবে প্রেরণা দান করেছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক অন্তর্দিষ্টিরসঙ্গে বিজ্ঞানচেতনাকে একত্রীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর আলোচনা করেছিলেন। তিনি পদার্থবিদ্যার উদীয়মান বিষয় যেমন— তড়িৎচুম্বক, শক্তিসংরক্ষণ ও মহাকাশ বিষয়ক ধারণা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় পদার্থ শক্তিতে রূপান্তর এবং শক্তির হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা অন্তর্ভূক্তছিল যা তাঁর বিজ্ঞানচেতনাকে সময়ের আগের একটি ধরনা বলে পরিগণিত করে।

খ) মানবতার সেবায় বিজ্ঞান:

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন সমাজের অগ্রগতি, মনুষ্য সমাজের দুঃখ,অজ্ঞতা ও বিভাজন দূরীকরণ এই সব কিছুইবিজ্ঞানচেতনা ও সাধনার মধ্য দিয়ে সম্ভব। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যৌক্তিক আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখেননি, বরং এই দুইয়ের সমন্বয় ও সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন।তিনি পেশায় বিজ্ঞানী

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

ছিলেন না, তিনি বিজ্ঞানমূলক কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেননি তা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাধারায় এমন এক যৌক্তিক ভিত্তি ছিল যা বিজ্ঞানীদের নতুনভাবে ভাবতে ও জ্ঞানকে মানব সেবায় নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি বেদ এর প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে মেলবন্ধন করেছিলেন। তিনি মনুষ্য সমাজকে দেখিয়েছিলেন প্রকৃত জ্ঞান বিভক্ত নয় বরং এক ও অদ্বিতীয়।

বর্তমান ভারতীয় স্কুল শিক্ষার রূপরেখায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন:

সমাজের উন্নতি, বৈষম্যহীনতা ও সার্বিক মানবতাবোধ সুদৃঢ় করার জন্য শিক্ষা আবশ্যিক। সর্বজন গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক ও গুনগত মান সম্পন্ন আধুনিক শিক্ষাই পারে ভারতকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে। বিগত শিক্ষানীতিগুলোতে মূলত শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলা ও শিক্ষার সমান অধিকারের দিকটিতে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল । ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি যা ১৯৯২ সালে সংশোধিত হয়েছিল এক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করে।পরবর্তীতেRTE Act ২০০৯অনুসারে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম শিক্ষানীতি হল ২০২০ সালের এই জাতীয় শিক্ষানীতি । এই শিক্ষানীতি ভারতের পরম্পরা ও মূল্যবোধকে বজায় রেখে ভারত বর্ষে শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্য মাত্রা নিয়েছে। যার মধ্যেSustainable Development-4 (SDG-4)যুক্ত রাখা হয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন নিয়মাবলী প্রবর্তন, বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধশালী জ্ঞান ও পরম্পরাকে যেমন অনুসরণ করছে, ঠিক তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের আলোকেও আলোকিত। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক জীবনযাপন কিংবা বিদ্যালয় পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল না, বরং তা মানুষের প্রকৃত 'আত্মমুক্তি'র জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হত। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনেরও মূল কেন্দ্র বিন্দু— আত্মার উপলব্ধি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উন্মোচন এর দিকটির উপর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

Bharadwaj and Pradeep(2023) তাঁদের গবেষণাপত্রে স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাদর্শনেMan making education এর যে দিকগুলি তুলে ধরেছেন তা হল আধ্যাত্মিক শিক্ষা (Spiritual Education), বস্তুবাদী শিক্ষা (Materialistic Education), শ্রদ্ধা (আত্মবিশ্বাস) Shraddha (Faith in one's self) এবং শারীরিক শিক্ষা (Physical education)

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

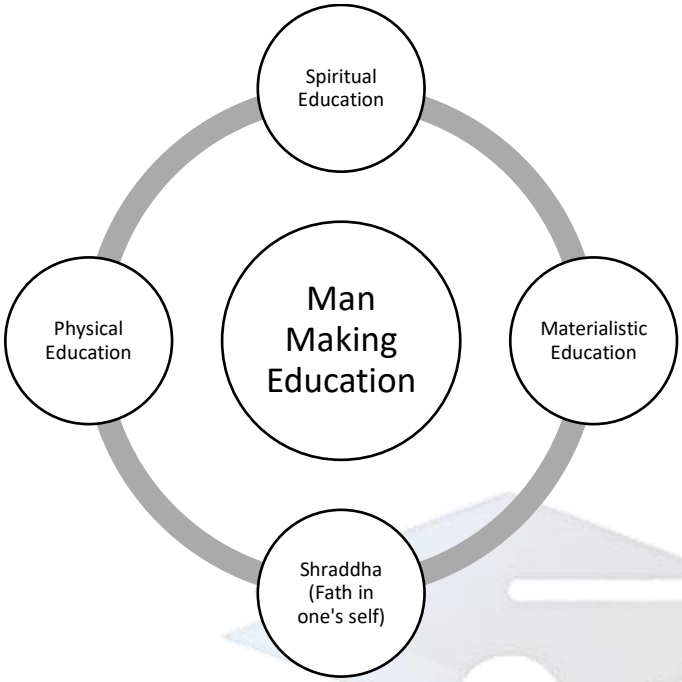

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP-2020) শিক্ষা ব্যবস্থায়সংস্কার এনে স্বামী বিবেকানন্দেরMan making education-এর পথকে আরও প্রশস্ত করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ পুঁথিগত শিক্ষার ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের দিকে বিশেষগুরুত্ব দিয়েছেন, NEP-2020ব্যক্তির মূল্যবোধ ও দক্ষতার ওপর জোর দিয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

(ক) NEP-2020 অনুসারে স্কুল শিক্ষার কাঠামো:

পূর্বের১০+২কাঠামোর পরিবর্তে ৩-১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য৫+৩+৩+৪কাঠামো চালু করা হয়েছে।

1. **Foundational Stage (৫ বছর):**
    - ৩ বছর প্রাক-প্রাথমিক (Anganwadi/pre-school) + ক্লাস ১ ও ২ অন্তর্ভুক্ত।
    - (বয়স: ৩ - ৮ বছর)।
    - খেলাধুলা ও অ্যাক্টিভিটি মূলক শিক্ষা।
2. **Preparatory Stage (৩ বছর):**
    - ক্লাস ৩ থেকে ৫।
    - বয়স: ৮ - ১১ বছর।
    - খেলা, পড়াশোনা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে শিক্ষালাভ।
3. **Middle Stage (৩ বছর):**
    - ক্লাস ৬ থেকে ৮।
    - বয়স: ১১ - ১৪ বছর।

- বিষয়জ্ঞান, কোডিং ও ভোকেশনাল শিক্ষা।

4. **Secondary Stage (৪ বছর):**
   - ক্লাস ৯ থেকে ১২।
   - বয়স: ১৪ - ১৮ বছর।
   - মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাডি, কোনো নির্দিষ্ট স্ট্রিম থাকবে না।

এই বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চারঘটবে। এই পাঠ্যক্রমে ভোকেশনাল শিক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে যা স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাচতনারই অংশবিশেষ। স্বামীজী তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা পাঠ্যক্রমে মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে সামগ্রিক বিকাশ ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।**NEP-2020**এর অনুমোদিত বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে দক্ষতা (**Competency**) কে প্রাধান্য দেয়।

শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য**PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development)**নামে একটি জাতীয় কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনের অন্যতম মূল অংশ ছিল বুনিয়াদী শিক্ষা, মাতৃভাষার ওপর জোর ও সমাজের সকলের জন্য শিক্ষা।**NEP-2020**তে বুনিয়াদী সাক্ষরতা ও সংখ্যাতত্ত্বের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ক্লাস ৩ পর্যন্ত সকল শিশুদের মৌলিক সাক্ষরতা ও গাণিতিক দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য**FLN (Foundational Literacy and Numeracy)**-এর কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং ত্রিভাষা সূত্র (**Three Language Formula**) এর কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে সৃজনশীল ও বিজ্ঞান চিন্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনকে অনুসরণ করে।

NEP-2020 তে বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামোতে ডিজিটাল লার্নিং এবং AI (Artificial Intelligence) ও e-learning এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে Data Science এর মতো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়কে আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এবং শিক্ষার্থীদেরকেঘরে বসে virtually lab এর অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে O-Lab (Online Labs) তৈরি করা হয়েছে। এটি Amrita Vishwa Vidyapeetham এবং Ministry of Education এর সহযোগিতায় তৈরি একটি প্রকল্প। ফলত দেখা যাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে একদা ভারতবর্ষে প্রাচ্য জ্ঞানের সাথে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন, NEP-2020 এর মাধ্যমে সেই পথের অগ্রগতি হয়েছে।NEP-2020 অনুসারে স্কুল শিক্ষার কাঠামোর পরিবর্তনভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেদেখা যাচ্ছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ NEP-2020 এর কাঠামোর ধাঁচে তাদের রাজ্য শিক্ষানীতি 2023 (WBSEP-2023) প্রকাশ করেছে।

(খ) WBSEP-2023 অনুসারে স্কুল শিক্ষার কাঠামো:—

রাজ্য শিক্ষানীতি অনুসারে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত৫+৪+২+২এর কাঠামো তৈরি হয়েছে।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

- **প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক (৫ বছর):**

  প্রাক্ প্রাথমিকের প্রথম ১ বছর অঙ্গনওয়াড়ি স্তরে অন্তর্ভুক্ত ও প্রাথমিকে ৪ বছর (Class-I to IV)।

- **উচ্চ প্রাথমিক:**৪ বছর (Class-V to VIII)
- **মাধ্যমিক:**২ বছর (Class-IX ও X)
- **উচ্চ মাধ্যমিক:**২ বছর (Class-XI ও XII)

এই শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য Holistic Report Card এর কথা বলা হয়েছে।

মাতৃভাষার ওপর যথার্থভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং FLN মিশনকেও যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে গঠনমূলক পাঠ্যক্রম তৈরির উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা সম্পর্কিত কাঠামোতে পরীক্ষা পদ্ধতিতে**সেমিস্টার ভিত্তিক পরীক্ষাকে**নিয়ে আসা হয়েছে এবং ডিজিটাল লার্নিং ও e-learning এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সকল উদ্যোগের মধ্য দিয়ে WBSEP-2023 শিক্ষা কাঠামোর অন্তর্গত বিদ্যালয় শিক্ষাতে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচেতনকেই কার্যত রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে।আধুনিক ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রগতিশীল করে তোলার জন্য দরকার সুসংহত, গুনগত ও সৃষ্টিশীল চিন্তার অধিকারী শিক্ষক। তাই আধুনিক ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য এবংonline, offline ও Blended mode-এ শিক্ষা প্রণালী চালানোর উদ্দেশ্যে নতুন**National Teacher Training Curriculum Framework**গঠন করা হয়েছে এবং পুরনো Teacher training পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে।

ফলাফল এবং আলোচনা

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষ গড়ার শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষা হলো একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। তবে কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রয়েজনতাতেসময়োপযোগী পরিবর্তন ও বিজ্ঞান চেতনার সমন্বয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনকে যদি পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয়, তবে মানুষের ব্যক্তি সত্তার মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে গড়ে ওঠে আত্মউপলব্ধি। এই আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে সে হয়ে ওঠে সমাজের প্রকৃত কারিগর। বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষাদর্শনে যুবশক্তির কথা বলেছেন। এই যুবশক্তিই আবার সমাজের বিবর্তন আনতে পারে। মনুষ্য সমাজের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত হতে যুবশক্তিকে অনুপ্রানিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর শিক্ষা পাঠক্রমে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কথা বলেছেন। প্রকৃত শিক্ষা কেবল তথ্য সংগ্রহ নয় বরং সমাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হলো আসল শিক্ষা। বর্তমান ভারতীয় শিক্ষা কাঠামোর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার সমন্বয়ে প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি এটি ফলপ্রসূ হয় তবে তা নিঃসন্দেহে একটি মানব সেবায় নিয়োজিত ও ভবিষ্যৎমুখী কর্মশক্তি সম্পন্ন জাতি গঠন করবে।

উপসংহার

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফুটনের মাধ্যমে যে Man-making education এর কথা বলেছিলেন তা আধুনিক ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষায় যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। বর্তমান ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল তথ্য নির্ভর শিক্ষার ওপর বেষ্টিত নয় বরং এর লক্ষ্য হলো মূল্যবোধ ভিত্তিক, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের সামগ্রিক বিকাশের ভাবনাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে এই মানুষ গড়ার শিক্ষাকে সঠিক মর্মে রূপায়নের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তা কাটানোর জন্য প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আপামোর জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এখন সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্র :

1. রায়, সুশীল. (2012-2013), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, (অষ্টাদশ সংস্করণ)সোমা বুক এজেন্সি, ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯।
2. Vivekananda, S. (1970). The Complete works of Swami Vivekananda. Advaita Ashrama.
3. Bharadwaj, N., & Pradeep, M.D. (2023). Educational Thoughts of Swami Vivekananda and its Futuristic Relevance– A Study. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 8(3), 67-82. DOI:https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.5281/zenodo.8189918
4. Kumar, D.& Sarkar, C. (2019). Swami Vivekananda's Spiritual Thought and Current Problem of Education. *European Journal of Business & Social Sciences*, 7(2), 657 – 670.
5. Kumar, Dr. A. (2024). Swami Vivekananda's Ideas and philosophy of Education to Development of the Nation. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, 4(2), 3 – 11.
6. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
7. Seedani, B. (2025). Swami Vivekananda's Influence on Modern Education and Indian Spiritual Thought in Science. *International Journal of Science, Architecture, Technology and Environment*, 2(7), 624 – 630.
8. Government of West Bengal (2023). West Bengal State Education Policy 2023. Higher Education Department Notified via Kolkata Gazette Extraordinary, No: 907 – Edn (U)/ HED – 12016(99)/15/2023- UNV SEC – Dept. of HE, September 5, 2023.